আড়াই মাসে সাড়ে ৪ কোটি টাকার মাদকসহ মালামাল জব্দ, আটক ১৭

মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়া সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানবিরোধী পৃথক অভিযানে ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৯৭ হাজার ৪৪২ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামাল আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এসব অভিযানে ১৭ জনকে আটক করা হয়েছে। একই সময়ে গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে ছয়টি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া জেলা ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল আটক করা হয়।

আটক মালামালের মধ্যে রয়েছে ৯৪ দশমিক ২৫ কেজি ওজনের একটি কষ্টিপাথরের মূর্তি, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুই রাউন্ড গুলি, ৯ হাজার ২৫০ কেজি সার এবং বিভিন্ন ধরনের চোরাচালানি পণ্য। এ ছাড়া ৮৪১ বোতল বিদেশি মদ, ৯১৫ বোতল ফেনসিডিল, ১১১ দশমিক ৬০৮ কেজি গাঁজা, ১২ গ্রাম হেরোইন, ১১৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন ধরনের ১ লাখ ৩০ হাজার ৫৬৩ পিস নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এদিকে গত ১৮ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রাম এলাকা থেকে ছয়টি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করে বিজিবি। পরে গাংনী থানা পুলিশের মাধ্যমে সেগুলো ধ্বংস করা হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বিজিবি যশোর রিজিয়নের আওতাধীন কুষ্টিয়া ও খুলনা সেক্টরের সাতটি ব্যাটালিয়ন গত সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে ১৫৫ জনকে আটক করেছে। এ সময় সর্বমোট ৮৭ কোটি ৫৩ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭৪ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানি মালামাল উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ৯ দশমিক ৩৪৯ কেজি স্বর্ণ, পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৯৪ দশমিক ২৫ কেজি ওজনের একটি কষ্টিপাথরের

মূর্তি, ছয় রাউন্ড গুলি, বিদেশি মদ, হেরোইন, গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, ক্রিস্টাল মেথ (আইস), নেশাজাতীয় সিরাপ ও ভারতীয় বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পুশইন, মানবপাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির নজরদারি ও টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং সীমান্তবর্তী মানুষের মধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) অধিনায়কের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে সীমান্ত সুরক্ষা ও অপরাধ দমনে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।